

130080 - বাসার খরচপাতনি নিয়ে বিবাদমান দম্পতির প্রতি উপদেশে

প্রশ্ন

প্রশ্নকারী বোন বলছেন: তিনি কয়কে বছর ধরে সৌদি আরবে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। আগে তার ভাই তার সাথে সৌদিতে আসত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার ভাইয়ের বদলে তার স্বামী তার সাথে সৌদিতে এসেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সন্তান দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ। আমার স্বামী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করছেন; কিন্তু কোন চাকুরি পাননি। অবশেষে আমরা যখনে থাকি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি মার্কেটে চাকুরি নিনে। আর পরিবারের খরচ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়। আমার উপর কী আবশ্যকীয় য়ে, আমি পরিবারের খরচ বহন করব? যহেতু আমার স্বামী বলছেন য়ে, যদি আমি পরিবারের খরচ না দই তাহলে আমি কোন ধরণে চাকুরি করতে পারব না? আমি চাকুরি করার বনিমিযে য়ে বতেন পাই সৌতে কী আমার স্বামীর কোন অধিকার আছে? যদি আমাকে পারিবারিক খরচ বহন করতে হয় তাহলে আমি কত পারসেন্ট বহন করব, আর আমার স্বামী কত পারসেন্ট বহন করবে?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চাকুরি ও রযিকি সন্ধানের উদ্দেশ্যে য়ে স্বামী-স্ত্রী বদিশে এসেছেন পারিবারিক খরচাদি সংক্রান্ত এ মাসয়ালাটির ক্ষেত্রে তাদরে উভয়ের মাঝে সমঝোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়; বিবাদ-বিসম্বাদ নয়। কার উপর কতটুকু আবশ্যক সৌ অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে বসিতারতি আলোচনা দরকার। যদি স্বামী আপনার উপর শর্তারোপ করে থাকে য়ে, পরিবারের খরচ আপনি ও সৌ উভয়ে বহন করবে; নচেৎ সৌ আপনাকে চাকুরি করতে দবি না; তাহলে মুসলমানদের তাদরে শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যকীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "মুসলমানরৌ তাদরে শর্তাবলি উপর অটল। শুধু এমন কোন শর্ত ছাড়া; য়ে শর্ত কোন হালালকে হারাম করে কথিবা কোন হারামকে হালাল করে"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "য়ে শর্তে মাধ্যমে নারীর য়োনোঙগ হালাল করা হয় সৌ শর্ত পূরণ করা অধিক তাগদিপূরণ"। অতএব, আপনারা দুইজন আপনাদের শর্তের উপর অবচিল আছেন; যদি আপনাদের মাঝে এমন কোন শর্তারোপ ঘটতে থাকে।

যদি আপনাদের মাঝে এ ধরণের কোন শর্তারোপ না ঘটতে থাকে তাহলে পরিবারের খরচ বহন করার দায়িত্ব পুরুষের উপর। ঘরের খরচ বহন করার দায়িত্ব নারীর ওপর নয়। পুরুষই খরচ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বহিতবান ব্যক্তি তার বহিত অনুযায়ী ব্যয় করবে"। [সূরা ত্বালাক; আয়াত: ৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "প্রচলতি নিয়ম অনুযায়ী

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাদের ভরণ-পোষণ দয়্যা তোমাদের উপর আবশ্যকীয়"। সুতরাং খরচাদরি দায়তিব স্বামীর উপর। স্বামীই ঘররে প্রয়োজনীয় জনিসিপত্ৰ ও জীবনোপকরণ নজিরে জন্য, স্ত্রীর জন্য ও সন্তানদের জন্য সংগ্রহ করবে। স্ত্রীর উপার্জন ও বতেন তার নজিরে জন্য। কেননা স্ত্রী তার কর্ম ও পরিশ্রমরে বনিমিয়ে বতেন পায়। স্বামী তো তার সাথে এমন কোন শর্ত করনে যি, খরচাদরি দায়তিব তার উপরে, কথিবা খরচাদরি অর্ধকেরে দায়তিব তার উপরে কথিবা এ রকম অন্য কোন শর্ত। আর যদি এ রকম কোন শর্ত করে থাকে তাহলে ইতপূর্ববে যমেনটি উল্লেখ করা হয়েছে মুসলমানরো তাদের শর্তরে উপর অটল। আর যদি তিনি আপনার সাথে এর ভিত্তিতে সম্পর্ক করে থাকেন যে, আপন শিক্ষিকা, আপনাকে পাঠদান করতে হবে এবং এতে তিনি রাজি হয়ে থাকেন তাহলে তাকে এটা মনে যেতে হবে, এটা নিয়ে বিবাদ করতে পারবেন না। আপনার বতেন আপনারই। তবে আপনি যদি খুশমিনে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেন তাহলে সটো হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা যদি খুশমিনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতে পার।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

আপনার উচতি বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া। আমি আপনাকে পরামর্শ দচ্ছি যি, আপনি আপনার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বতেনরে কিছু অংশ তাকে দনি; যাতে করে বিবাদ মটি যায় এবং সমস্যা নরিসন হয়। যাতে করে আপনারা দুইজন স্বস্ততি, আনন্দে ও নশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করতে পারেন। আপনারা দুইজন বতেনরে অর্ধকে বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা অন্য কোন অংশরে উপর একমত হতে পারেন; যাতে করে সংকট মটি যায়, আপনাদের মাঝে বিবাদরে পরবির্তে ঐক্য, স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসে।

যদি এভাবে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কোর্টরে শরণাপন্ন হতে পারেন। আপনারা যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশে মামলা দায়রে করতে কোন বাধা নই। শরীয়া কোর্ট যে রায় দবি ইনশাআল্লাহ সটো যথেষ্ট।

কিন্তু, আপনাদের উভয়ের জন্য আমার পরামর্শ হচ্চে—আপনারা সমঝোতা করুন, বিবাদ বর্জন করুন এবং মামলা দায়রে করা থেকে বরিত থাকুন। আপনি আপনার স্বামীকে কিছু সম্পদ দতি রাজি হয়ে যান; যাতে করে সমস্যা মটি যায়। কথিবা আপনার স্বামী যনে মনে যায়। আল্লাহ তার কসিমতে যা রেখেছেন সটোর উপর সন্তুষ্ট থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে এবং আপনার বতেনরে পুরাটুকু আপনারই সটো মনে যায়, আপনার বতেনরে প্রতি নিজর না দেয়। আপনাদের দুইজনরে মাঝে এমনটাই হওয়া উচতি। কিন্তু, আমি পরামর্শ দচ্ছি এবং বারবার বলছি আপনি আপনার বতেনরে কিছু অংশ তাকে দতি সম্মত হোন; যাতে করে সে খুশি হয় এবং আপনারা পরস্পর কল্যাণরে কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারেন। ঘর তো আপনাদের উভয়ের ঘর, সন্তানরো তো আপনাদের উভয়ের সন্তান। সব জনিসি তো আপনাদের দুইজনরেই। তাই আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় হবে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া; যাতে করে সমস্যা মটি যায়। আল্লাহ সকলকে তাওফকি দনি।[সমাপ্ত]